Dafi-ul-Balaa Wa Mi 'yaro-Ahlil Istifa
(THE REMOVER OF THE CALAMITY & THE CRITERION FOR THE CHOSEN ONES)

Bengali translation of this booklet is titled as *Bala Musibat Protirodhok.*
This booklet starts with a 'Warning' to the effect that Hazrat Ahmad knows from the past history of the Prophets that he will be abused by the Muslims, the Christians and the Hindu religious leaders for the message that he wants to convey, but he is determined to convey this message. He talks of the bubonic plague that was raging at the time and the severity of which was to increase in the following winter, and appeals to the readers to use the prescription that he was suggesting. He prescribes that they should turn to God and accept him as Reformer of the Age. If they do not use that prescription even then it will somehow or other become evident as to which religion is true and should be adhered to. He further remarks that the time has come when it should become clear to the world as to in whom lay the salvation of mankind. The salvation can be had through the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him.
He (as.) Quotes some of his revelations and says:
1. It is quite clear from these revelations that the bubonic plague is due to the denial of the Promised Messiah who has been sent by God. He has been called Kafir and Dajjal and God does not like that the truth should remain without a supporting proof.
2. The revelation also proves that this bubonic plague will subside only when the people will have believed in the one who has been sent by God, or at least, when the people stop abusing him and giving him various types of troubles.
3. The third thing that the revelation says is that all the time the bubonic plague will be there, even if it be for seventy years. Qadian will remain secure against its ravaging attack, for this is the seat of God's Messenger and it is a sign for the followers of the religion.
He (as.) Also says that this is a sign to be shown in my support that every opponent of mine, who declares on oath that his town, be it Amroha, Amritsar, Delhi, Calcutta, Lahore, Golrha or Batala will not be visited by the plague and it will remain safe against the attacks of this disease, will see that his town is ravished by it, for he will have been impudent in the eyes of God.

দাফেউল বালা

(বালা মুসিবত প্রতিরোধক)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

দাফেউল বালা

(বালা মুসিবত প্রতিরোধক)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

Dafi-ul-Bala

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
Imam Mahdi &Masih Maud (as)

Translated into Bengali
by:
Maulana Mohammad Imdadur Rahman Siddiqui

আহমদীয়া মুসলিম জামাত , পশ্চিমবঙ্গ

Dafi-ul-Bala Wa Mi 'yaro-Ahlil Istifa

A Bengali translation of "Dafi-ul-Bala Wa Mi 'yaro-Ahlil Istifa"
By, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, The Promised Messiah & Imam Mahdi (as)
Translated into Bengali by
Maulana Mohammad Imdadur Rahman Siddiqui
Published in 2016
Published by
Nazarat Nashr-o-Ishaat, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India.
copies 1000
Printed at
Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian, Punjab, India

ٹائیٹل بار اول

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْن

الحمد للہ کہ زمانہ کی ضرورت کے موافق بہتوں کو طاعون سے نجات دینے کے لئے یہ رسالہ تالیف کیا گیا اور اس کا نام

ہے

دَافِعُ الْبَلَاءِ وَمِعْيَارُ اَهْلِ الْاِصْطِفَاءِ

بمقام

قادیان دارالامان

باہتمام حکیم فضلدین صاحب مطبع ضیاء الاسلام میں چھپا

تعداد جلد ۵۰۰۰ اپریل ۱۹۰۲ء

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহতায়ালা মানবজাতির রক্ষার্থে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে শত সহস্র নিদর্শনাবলীর সহিত প্রেরণ করে থাকেন। কিন্তু অচলায়তনে অভ্যস্ত উদাসীন জাতি যাবতীয় নিদর্শনাবলীকে উপেক্ষা করে আল্লাহতায়ালার রোষানলে দগ্ধ হয়। যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)এর আবির্ভাবের পর ও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। আল্লাহতায়ালা তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্লেগরূপী এক ভয়ানক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটান। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জাতিকে প্লেগের ভয়াবহতা এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে "দাফেউল বালা" পুস্তকখানি লিখেছিলেন।

পুস্তকটির উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৌলানা মহম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকি, বাংলাদেশ। বইখানি বাংলাদেশ থেকে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে নাজারত নাশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, ভারত পুনঃপ্রকাশ করছে। পুস্তিকাখানি পুনঃপ্রকাশ করছে। প্রকাশনায় যারা সহযোগীতা করেছেন আল্লাহতায়ালা তাদের পুরষ্কৃত করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
মাখদুম শরীফ
নাজির, নশর ও এশায়াত
কাদিয়ান, ভারত

ভূমিকা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে মানবজাতির মুক্তির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। মানবজাতি আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে অমান্য করার কারণে আজ আল্লাহ তা'লা নারাজ হয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড় বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন। প্লেগের নিদর্শন তার মধ্যে একটি। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ভারতবর্ষে প্লেগের আক্রমণ ১৯০০ ইং সনের পর থেকেই শুরু হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্লেগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 'দাফেউল বালা' বইখানি লিখেছিলেন।

এতে হযরত (আ.) বলেছেন তার দাবীর সত্যতার প্রমাণ এই যে, প্লেগের আক্রমণে তাঁর অনুসারীরা এতটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। কিন্তু যারা হযরত (আ.)-এর বিরোধীতা করে তারা বিরাট আকারে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। হযরত (আ.) এখানে বড় বড় বিরোধী নেতাদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, আমার দাবী সত্য, আমি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছি, এর প্রমাণ এই যে, কাদিয়ান শহরের উপর প্লেগের ভয়ংকর আক্রমণ হবে না। তবে স্মরণ রেখো! যদি কেউ এমন দাবী কর, তাহলে অবশ্যই সেখানে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণ হবে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধীরা কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। এতে সহজেই জানা যায় যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সত্য, তাঁর দাবী সত্য এবং আহমদীয়া জামা'ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বইটির বাংলা অনুবাদ প্রথমবারের মত প্রকাশ পেতে যাচ্ছে, আমি আশা করবো যে, প্রত্যেক আহমদী এ বইখানা প্রথমত নিজে ভাল করে পড়ে নিবেন। তারপর বন্ধুদের যারা সত্যের সন্ধানে আছেন তাদের পড়তে দিবেন। এবং আল্লাহ্ তা'লার রহমতে সবাই উপকৃত হবেন।

বইটির অনুবাদ ও প্রকাশের কাজে যারা জড়িত আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন॥

খাকসার

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

অনুবাদকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ্। যুগের প্রয়োজন অনুসারে অনেককে প্লেগের আক্রমণ হতে বাঁচাতে এ পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে এবং এর নাম রাখা হয়েছে 'দাফেউল বালা ও মে'য়ারু আহলেল ইসতেফা' (বালা-মুসিবত প্রতিরোধ ও আল্লাহর মনোনীতদের মানদন্ড)। প্রথম প্রকাশ উর্দু এপ্রিল ১৯০২ ইং কাদিয়ান।

দাফেউল বালা ছোট্ট একটি পুস্তিকা তবে, অত্যন্ত মূল্যবান পুস্তিকা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বইখানা ১৯০২ ইং এপ্রিল মাসে লিখে প্রকাশ করেছিলেন। এখানে হযরত (আ.) প্লেগের আক্রমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং বিরোধীদের সামনে একটি অসাধারণ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এবং এটি তাঁর সত্যতার একটি অকাট্য ও জ্বলন্ত প্রমাণ।

এবইটি কিস্তিয়ে নূহ বই-এর সাথে মিলিয়ে পড়া দরকার। দাফেউল বালার ৬ মাস পরে কিস্তিয়ে নূহ প্রকাশিত হয়েছিল। কিস্তিয়ে নূহ-তে হযরত (আ.) তার সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ বলেছেন যে, সাধারণত : আহমদীরা প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবেন না।

দাফেউল বালা বইটিতে হযরত (আ.) বিরোধীদের সামনে চ্যালেঞ্জ রেখেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ও নির্বাচিত বান্দা। তাই তাঁর সম্মানে তাঁর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কাদিয়ানে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণ হবে না। তাঁর গৃহের কেউ প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে না। এখন বিরোধী বড় বড় ধর্মীয় নেতারা যারা মনে করেন যে তারা আল্লাহ্'র প্রিয় মোমেন বান্দা, তারা যেন ঘোষণা করেন যে, তার শহরে প্লেগের আক্রমণ হবে না। যেমন লাহোর শহরের বড় মাওলানারা ঘোষণা দিন যে, লাহোরে প্লেগের আক্রমণ হবে না।

দিল্লীর বড় মৌলানা মৌলভী নযির হোসেন দেহলবী আল্লাহ্র কসম খেয়ে ঘোষণা দিন যে, দিল্লীতে প্লেগের আক্রমণ হবে না। অনুরূপভাবে অন্য শহরের প্রধান মৌলভী সাহেব, খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান বা হিন্দু ধর্মের প্রধানও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

আমরোহা শহরের মৌলভী আহমদ হাসান সাহেব আল্লাহ্র কসম খেয়ে ঘোষণা দিতে পারেন।

তারপর তিনটি শীতকাল যদি তারা নিরাপদে অতিক্রম করেন তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হন নি বলে প্রমাণিত হবে। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে কে সত্যের উপর দন্ডায়মান?

হযরত (আ.) আরো বলেছেন যে, কোন বিরোধী মৌলভী বা নেতা যদি ঘোষণা দেন যে, তারা নিরাপদ থাকবেন প্লেগের আক্রমণ হবে না তাহলে ঐ শহরে বা অঞ্চলে অবশ্যই প্লেগের আক্রমণ হবে।

ঐ যুগের অর্থাৎ আজ থেকে একশ বছর পূর্বের সবাই দেখেছেন যে, কোন মৌলভী সাহস করে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর শহর কাদিয়ানে বা অন্য কোথাও কোন আহমদী প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা যান নি। আলহামদুলিল্লাহ্।

বইখানা অনুবাদ হয়ে প্রকাশের পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত কয়েকজন সুহৃদ ব্যক্তি অনেক ভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে মুকাররম মৌলভী মতিউর রহমান সাহেব মরহুম এবং মৌলভী শাহ মোহম্মদ নরুল আমীন সাহেব সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

আমি খুব আশাবাদী যে, বইখানা তবলীগের ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হবে। যারা সত্যের সন্ধানে আছেন তারা এখানে সত্যের সন্ধান পাবেন। ইনশাআল্লাহ্।

খাকসার

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

প্রিন্সিপাল

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

লেখক পরিচিতি

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের উপর নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অসংখ্য লেখা (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি এমন অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র

বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমেই কেবল মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। কুরআন-এর শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানব জাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহতা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্রিত হওয়ার জন্য বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ খামেস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

সতর্কীকরণ

এই পুস্তিকার মধ্যে আমরা প্রিয় দেশবাসীর নিকট যে বার্তাটি পৌছে দিতে চাই, সে বিষয়ে নবীগণের (আ.) অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এটা প্রমাণিত যে আপাতত আমাদের এই সহমর্মিতা প্রদর্শনের মূল্যস্বরূপ পুণরায় মুসলমান মৌলভী, খ্রিস্টান পাদ্রী এবং হিন্দু পন্ডিতগণের গালি শুনতে হবে এবং বিভিন্ন পীড়াদায়ক বিশেষণে আখ্যায়িত হতে হবে। আমরা আগে থেকেই খুব ভাল করে জানি, এমনটিই হবে। কিন্তু তারপরও মানুষের মঙ্গলের জন্য আমরা অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণে আমাদের কষ্ট দেয়া হোক এ বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ যারা গালি-গালাজ করবেন সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে এরপরও অনেকেই এমন থাকবেন, যারা পুস্তিকাটি মনযোগ দিয়ে এমন সময় পড়বেন যখন তারা আকাশ হতে অগ্নিবর্ষণ হতে দেখবেন এবং আগামী শীতে এই অগ্নিবর্ষণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পুস্তিকাটি যারা মনযোগ দিয়ে পড়বেন তারা যেন এই হিতোপদেশ দানকারী লেখকের প্রতি তড়িঘড়ি করে অসন্তুষ্ট না হন এবং আমরা (প্লেগের মহাবিপদ থেকে) পরিত্রাণের যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করছি তা পরীক্ষা করে দেখেন। কেননা আমরা সকলের কল্যাণের কথা স্মরণ করে দয়ার্দ্র হয়ে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এর বিনিময়ে- কোন প্রকার পারিশ্রমিক দাবি করিনি। কেবলমাত্র খাঁটি অন্তঃকরণে, পবিত্র নিয়্যতে মানুষের প্রাণ রক্ষাকল্পে বহু পরীক্ষিত একটি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং মানুষ যেখানে অনেক সময় রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে কোন কোন পশুর মূত্রও পান করে থাকে এবং অনেক ময়লাযুক্ত জিনিসও ব্যবহার করে বসে সেক্ষেত্রে এমন একটা আপদ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য এই পবিত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায়? আর যদি তারা এমন না-ও করেন তবুও আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে তারা একদিন জানতে পারবেন সকল ধর্মের মধ্যে এমন ধর্ম কোনটি যা শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এবং মহান মুক্তিদাতা হতে পারে?

প্রত্যেকেই প্রকৃত মুক্তিদাতাকে পেতে চায় এবং তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে আজ এমন সময় এসে গেছে যখন প্রমাণিত হবে প্রকৃত মুক্তিদাতা কে? আমরা নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মকে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করি এবং তিনি সেই যুগের অধিকাংশ ব্যক্তিদের* চেয়ে উত্তম ছিলেন। বাকি আল্লাহ ভাল জানেন। কিন্তু

টিকা: স্মরণ থাকে, এখানে আমরা বলেছি, হযরত ঈসা (আ.) সেই যুগের সম-সাময়িকদের মধ্যে অনেকের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। এটা আমাদের সুচিন্তা ও সুধারণা মাত্র। নতুবা খুব সম্ভব সেই যুগে হযরত ঈসা (আ.) এর চেয়ে অধিক পবিত্র এমন সব ব্যক্তিও ছিলেন, যারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়তর ও বিশিষ্ট বুযুর্গ। কেননা আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের সম্পর্কে এরশাদ করছেন। **'...ওয়াজিহান ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতে ওয়া মিনাল মুকার্‌রাবীন'** (সূরা আলে ইমরানঃ ৪৬)- এর অর্থ সেই যুগে 'আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন'। এখান থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে সবার ওপরে ছিলেন। বরং এ থেকে সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায় কোন কোন ব্যক্তি তাঁর চেয়ে আল্লাহর অধিকতর নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। এটা সুস্পষ্ট, তিনি কেবল বনী ইসরাঈলী মেষদের জন্য এসেছিলেন। অন্য কোন দেশ বা জাতির সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ধারণা করা সমীচীন হবে, সেই সময় কোন কোন নবী হযরত ঈসা (আ.) এর চেয়েও উত্তম ছিলেন যারা **"...মিন ক্বাবলু ওয়া রুসুলাল্লাম নাক্বসুসহুম আ'লাইকা"**- (সূরা নিসা- ১৬৫) অনেক নবীর ঘটনা তোমাকে জানানো হয়নি– এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন-অবশেষে হযরত মূসা (আ.) এর সমসাময়িক একজন বেরিয়ে আসলেন যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– "আমরা তাকে নিজ থেকে বিশেষ ঐশী জ্ঞান (ইলমে লাদুন্নী) দান করেছিলাম। এই অবস্থায় হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে কি করে নিশ্চয়তা প্রদান করা যায় যে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বান্দা ঐ যুগে কেউ ছিলেন না। অথচ হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.) এর তুলনায় সামান্য কম ছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তের অধীনে ছিলেন। নিজেও কোন পরিপূর্ণ শরীয়তধারী নবী ছিলেন না। মুসলমানী বা খতনা করা এবং অনুরূপ আরও অন্যান্য ফিকাহ্‌ শাস্ত্র বিষয়ে, উত্তরাধিকার আইনের বিষয়ে, শূকর হারাম ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তের অধীনে ছিলেন। এমতাবস্থায় কিরূপে এমন কথা বলা যায়, তিনি সর্বসম্মতভাবে সকল পুণ্যবানদের শ্রেষ্ঠতম ছিলেন? যে সব লোকেরা তাঁকে খোদা বানিয়েছে, যেমন-খ্রিষ্টানরা অথবা যারা অযথা তাঁকে আল্লাহর গুণাবলী প্রদান করেছে, যেমন আমাদের বিরোধীরা, খোদার বিরোধীরা ও নামধারী মুসলমানরা তাঁকে উপরে তুলতে তুলতে আকাশে তুলে দিয়েছে, (আল্লাহর) আরশের উপরে তুলে বসিয়েছে। অথবা আল্লাহর মত পাখী সৃষ্টিকারী বানিয়েছে, (হয়ত) তাদের এমন করার অধিকার আছে। মানুষ যখন লজ্জা এবং ন্যায় বিচারকে পরিত্যাগ করে, তখন সে যা ইচ্ছা বলতে পারে এবং যা খুশী তাই করে। তবে হযরত ঈসা (আ.) এর ন্যায় পরায়ণতা ঐ যুগের ন্যায় পরায়ণদের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণ হয় না, বরং হযরত ইয়াহিয়া নবী (আ.) হযরত

তিনি প্রকৃত মুক্তিদাতা ছিলেন না। এটা তার প্রতি অন্যায় দোষারোপ যে তিনি প্রকৃত মুক্তিদাতা ছিলেন। প্রকৃত পরিত্রাণকর্তা, সর্বকালের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পবিত্রাণকর্তা এবং মুক্তিরফল প্রদানকারী তিনিই যিনি (আরব) ভূখন্ড হেজাযে জম্মা গ্রহণ করেছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবী ও সর্বকালের মুক্তির জন্য এসেছিলেন। (তারপর) এখনও এসেছেন, তবে বুরুয আকারে।
খোদা তার কল্যাণে সমগ্র পৃথিবীকে কল্যাণ মন্ডিত করুন। আমীন!

বিনীত

মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান।

টিকা: ঈসা (আ.) এর চেয়ে একটু বেশিই বুযুর্গীর অধিকারী । কারণ তিনি মদপান করতেন না। তাঁর সম্পর্কে একথাও শোনা যায় নি কোন চরিত্রহীন/নারী এসে নিজের হারাম উপার্জিত টাকা দিয়ে তার মাথায় তেল মালিশ করেছে। অথবা নিজ হাত বা মাথার চুল দিয়ে তাঁর শরীর স্পর্শ করেছিল। অথবা কোন সম্পর্ক ছাড়াই কোন যুবতী নারী তাঁর সেবা করত। এ জন্যই খোদাতা'লা কুরআনে হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর নামের সাথে "হাসূরান" (শব্দ) ব্যবহার করেছেন। অথচ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করেননি। সেই সব গল্প কাহিনী এমন শব্দ ব্যবহারের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। হযরত ইয়াহীয়া (আ.)-এর হাতে, যাঁকে খ্রিষ্টানরা "ইউহান্না" এবং পরবর্তীতে "এলিয়া" বলে আখ্যায়িত করেছে, হযরত ঈসা (আ.) নিজ কৃত পাপ হতে তওবা করেছিলেন এবং তাঁর খাস মুরিদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি স্পষ্টতই হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর হযরত ইয়াহীয়া (আ.)-এর বুযুর্গীকে প্রমাণ করছে। এর বিপরীতে একথা প্রমাণ হয় না, হযরত ইয়াহীয়া কখনও কারো হাতে তওবা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর নিষ্পাপ হওয়া স্পষ্টতই প্রমাণিত। মুসলমানদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতা শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র ছিলেন। নির্বোধরা একথা বুঝতে পারে না যে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতার প্রতি বড়ই অপবিত্র অপবাদ আরোপ করেছিল এবং উভয়ের বিরুদ্ধে (নাউযুবিল্লাহ- আমরা এমন অপবিত্র কথা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) শয়তানী কর্মের অপবাদ আরোপ করত।

সুতরাং এই জঘন্য অপবাদ থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করা আবশ্যক ছিল। অতএব, এই কথার একমাত্র এই অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ নাই যে, এমন অপবিত্র অপবাদ যা হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতার প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এর কোনটাই সত্য নয়। বরাং তাঁরা শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র ছিলেন এভাবে পবিত্র বলে ঘোষণা দেয়ার ঘটনা অন্য আর কোন নবীর ক্ষেত্রে সম্পর্কে কখনও ঘটেনি।

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ

وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

প্লেগ (তাউন)

چو آمد از خدا طاعون بہ بیں اندر چشم اکرامش | تو خود ملعونی اے فاسق چرا ملعون نہی نامش

زمانِ توبہ و وقتِ صلاح و ترکِ خبث است ایں | کسے کو بر بدی چسپید نہ بینم نیک انجامش

ফার্সী পংক্তীর অনুবাদ

এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ প্লেগ যখন
ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে এ নিদর্শনকে তবে দেখ তুমি–
হে নির্বোধ! নিজেই তো অভিশপ্ত তুমি
তবে কেন বলছ একে অভিশপ্ত?
তওবা, সংশোধন আর পাপ পরিত্যাগের এটাই সময়
কিন্তু–
পাপের সাথে নিজেই জড়িয়ে পড়ে যে জন
দেখিনা শুভ পরিণাম আমি তার।

প্লেগ একটি ধ্বংস সাধনকারী রোগ। দেশে এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এ সম্পর্কে নানাজনের নানা মত। ডাক্তারদের মতে, যারা কেবল শারীরিক চিকিৎসার চেষ্টাই করে থাকে, তারা বলেন-প্রাকৃতিক নিয়মে এক প্রকার রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ রোগের জীবাণু প্রথমে ইঁদুরের দেহে সংক্রামিত হয়। *পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে প্রাণহানী ঘটাতে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস বা চিন্তার

টিকা: চিকিৎসা শাস্ত্রমতে প্লেগ রোগের শনাক্ত এভাবে নিশ্চিত করতে হয় যে, সেই হতভাগ্য গ্রাম বা শহরে অথবা এর কোন অংশে যদি এই ভয়াবহ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে দেখতে হবে যে, কিছু দিন পূর্বে সেখানে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে কিনা? অতএব কোন গ্রামে যদি মরা ইঁদুর না দেখা যায় এবং কেউ কেউ সেখানে জ্বরাক্রান্ত হয়ে মরেও গিয়ে থাকে তবুও সেখানে প্লেগ হয়নি। কেউ যদি শুধুমাত্র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তবে এটা প্লেগের আক্রমণ না। বরং এটা যক্ষা জাতিয় মারাত্মক জ্বর (হতে পারে।)

সাথে এ রোগের কোন প্রকার যোগসূত্র নাই। সুতরাং সকলের উচিত ঘরবাড়ী খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ড্রেন পরিষ্কার রাখা। কোন প্রকার ময়লা বা দুর্গন্ধ যেন থাকতে না পারে। ফিনাইল ইত্যাদি ছিটিয়ে ড্রেন পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

বাড়ীঘর গুলোকে বারবার আগুন দিয়ে গরম করে রাখবেন। এমন রাখতে হবে যেন গৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। কোন গৃহে যেন অনেক বেশি মানুষ একত্রে বসবাস না করে। যেহেতু তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং মল-মুত্রে প্রচুর পরিমাণ রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে। পচা বা খারাপ খাদ্য যেন খাওয়া না হয়। আর সর্বোত্তম চিকিৎসা হবে প্রতিরোধমূলক টিকা গ্রহণ করা।

যে বাড়ীতে মরা ইদুঁর দেখা যাবে সে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। ভাল হয় যদি বাড়ী ঘর ছেড়ে দিয়ে খোলা মাঠে বসবাস করা হয়। ময়লা কাপড়-চোপড় যেন ব্যবহার করা না হয়। কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত কোন বাড়ী বা গ্রাম থেকে আসে তাহলে তাকে গৃহে প্রবেশ করতে দিবে না। যদি কোন গ্রামে কেউ প্লেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে বের করে দিতে হবে। তার সাথে কেউ মেলামেশা করবে না। সুতরাং প্লেগের প্রতিকারস্বরূপ তাদের কাছে যা কিছু আছে তা এতটুকুই মাত্র। আর এই হলো বিজ্ঞ ডাক্তার ও কবিরাজগণের মতামত।

আমরা এগুলোকে যথেষ্ট এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা বলে মনে করি না। আবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেও মনে করি না। এটাকে যথেষ্ট এবং স্থায়ী চিকিৎসা বলে এজন্য মনে করি না যে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, অনেকে গৃহত্যাগ করে বাইরে অবস্থান করেও মারা গেছে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সকল ব্যবস্থা নেয়ার পরও ইহলোক ত্যাগ করেছে। অনেকে বিশেষ আগ্রহের সাথে টিকা গ্রহণের পরও কবরস্থ হয়েছে। সুতরাং কে বলতে পারে এবং কে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে পারে যে এ সব ব্যবস্থাই যথেষ্ট। তবে এতটা স্বীকার করতে হবে এ সকল ব্যবস্থা কিছুটা ফলপ্রসূ। কিন্তু এমন নয় যে দেশ থেকে প্লেগকে বিদূরীত করার জন্য যথেষ্ট এবং এটা সম্পূর্ণ সফল এক ব্যবস্থা। অনুরূপভাবে এ সমস্ত ব্যবস্থাকে একেবারেই ব্যর্থ ও বিফলও বলা যায় না। কারণ স্থান বিশেষে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এসবের কিছু ফলাফলও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যেসব স্থানে সই সব সুফল অনেক বেশি খুশীর কারণ হচ্ছে না, যেমন ধরুন, একথা সত্য উদাহরণস্বরূপ একথা বলা যেতে পারে এক স্থানে একশত

জন টিকা গ্রহণ করেছে এবং সেই পরিমাণ লোক টিকা গ্রহণ করেনি। যারা টিকা গ্রহণ করেছে তারা তুলনামূলকভাবে অল্প মরেছে। আর যারা টিকা গ্রহণ করেনি তারা বেশি সংখ্যায় মরেছে। কিন্তু টিকা গ্রহণের কার্যকর প্রভাব খুব বেশি হলে দুই বা তিন মাস পর্যন্ত থাকছে।

অতএব, যারা টিকা গ্রহণ করেছে তারাও বারবার বিপদে পড়ছে। যতদিন তারা পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় না নিয়েছে । পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, যারা টিকা গ্রহণ করেনি তারা এমন গাড়ীতে উঠেছে যা চব্বিশ ঘন্টায় তাদেরকে পরপারে পৌছে দিচ্ছে। আর যারা টিকা গ্রহণ করেছে তারা এমন গাড়ীতে উঠেছে যা এমন ধীর গতিতে চলছে যে চব্বিশ দিনে সেই স্থানে পৌছে দিচ্ছে। যাহোক, ডাক্তারী মতের এসব পদ্ধতি না যথেষ্ট আর না পুরিপুরি সন্তোষজনক। আবার পুরোপুরি ব্যর্থ এবং অযথাও নয়। যেহেতু প্লেগ খুব দ্রুত দেশকে গ্রাস করে চলেছে, সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্য অন্য কোন পদ্ধতি চিন্তা করা উচিত যদ্বারা এই ধ্বংস থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব সেক্রেটারী আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোরের বিজ্ঞাপন দেখে বুঝা যায় যে, মুসলমানরা চলতি মাসে অর্থাৎ এপ্রিল ১৯০২ ইং সনে এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। তারা এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, সকল ফিরকার মুসলমানরা যেমন শিয়া, সুন্নী, মুকাল্লেদ, গয়ের মুকাল্লেদ সবাই মাঠে গিয়ে নিজ নিজ ধর্মমতে দোয়া করবে এবং নির্ধারিত এক দিনে একত্র হয়ে সবাই নামায পড়বে। ব্যস! তারা এই ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে যদ্বারা তৎক্ষণাৎ প্লেগ দূরীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা কিভাবে একত্রিত হবেন তা বলেন নি। একথা সকলের জানা, ওয়াহাবীয়া ফিরকার ধর্মমত অনুসারে তো সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায সঠিক হয় না। অতএব ওয়াহাবীয়াদের সাথে হানাফীদের নামায কিভাবে হতে পারে? এতে করে কি পরস্পর ফেৎনা ফাসাদ হবে না?

তাছাড়া উল্লিখিত বিজ্ঞাপনদাতারা একথা প্রকাশ করবে, হিন্দুরা এই রোগপ্রতিরোধের কী ব্যবস্থা নিতে পারে? তারা কী সেই সময় তাদের নিজ দেবতা বা প্রতিমার নিকট প্রার্থনা করার অনুমতি পাবে? এরপর খ্রিস্টানরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? যেসব ফিরকা হযরত ইমাম হোসেন (রা.) অথবা হযরত আলী (রা.) কে ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করে এবং মুহররমের *সময় তাযীয়া

টিকা: মুহররমের মাস অতি কল্যাণমন্ডিত মাস। তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছেঃ

বের করে, এতে তাদের নিজেদের মনোষ্কামনা পূরণের জন্য হাজার হাজার মুনাজাত করে, যে সব ফিরকা হযরত পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর পূজা করে; যে সব মুসলমান শাহ্ মাদার অথবা সাখী সারওয়ারের পূজা করে তারা কী করবে? আসলে এখন সকল ধর্মীয় মতাবলম্বীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ উপাস্যদের নিকট প্রার্থনা রত আছে। শিয়া মতাবলম্বীদের পাড়ায় ঘুরে আস, দেখবে যে, এমন কোন বাড়ী নাই যার দরজার উপর এই পংক্তিটি লিখে লাগিয়ে রাখা হয় নি।

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَه ۔ اَلْمُصْطَفٰى وَالْمُرْتَضٰى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَه

অর্থঃ "আমার জন্য পাঁচতম পাক আছেন, যাদের সাহায্যে ধ্বংসকারী আগুনকে নিভিয়ে দেয়া যায়- মুস্তফা, মুর্তজা ও তাদের দুই সন্তান এবং ফাতেমা।"

আমার একজন উস্তাদ শিয়া বুযূর্গ ছিলেন যার বক্তব্য ছিল এই যে, সকল বিপদ প্রতিরোধের একমাত্র ব্যবস্থা তাওয়াল্লা ও তাবাররা অর্থাৎ আহলে বায়তের ইমামগণের প্রতি ভালবাসাকে এত বেশি বৃদ্ধি কর যেন ইবাদতের পর্যায়ে পৌছে যায় এবং সাহাবা (রা.) এর উদ্দেশ্যে গালীবর্ষণ করতে থাক। এর চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যবস্থা নাই। আমি শুনেছি, বোম্বাই শহরে যখন প্রথম প্লেগ আরম্ভ হয়েছিল তখন ধারণা করা হয়েছিল এতে হযরত ইমাম হোসেন (রা.) এর কেরামত (নিদর্শন) রয়েছে। কারণ যে কয়েকজন, শিয়াদের সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক করেছিল তারা প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারপর যখন শিয়াদের মধ্যে প্লেগ প্রবেশ করল তখন হোসেন (রা.) এর নামে জয়ধ্বনি করা কমে গেল।

এ তো গেল মুসলমানদের ধারণা, যা প্লেগকে দূর করার জন্য চিন্তা করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের চিন্তা ভাবনা প্রচারের জন্য পাদ্রী ওয়ায়েট বারিখত্ সাহেব এবং তাদের সংগঠণের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। তাদের

বাকি অংশ:

فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين

অর্থঃ মুহাররম মাসে এমন একটি দিন আছে। যে দিন আল্লাহ্ অতীতে কোন এক জাতিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং এটাও লেখা আছে ভবিষ্যতে কোন এক জাতিকে মুহররমের কোন একদিন বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

এমনও হতে পারে সেই বিপদ আজকের এই প্লেগও হতে পারে এবং যা আল্লাহর প্রেরিত ইমামের আনুগত্যের ফলে দেশ থেকে দূরীভূত হতে পারে।

বক্তব্য এই যে, প্লেগ হতে রক্ষার একমাত্র উপায় হযরত ঈসা (আ.) কে মেনে নেয়া এবং তাদের প্রায়শ্চিত্তবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় অবলম্বন কার্যকর হবে না।

হিন্দুদের মধ্যে আরিয়া মতাবলম্বীরা চিৎকার করে বলছে বেদকে অমান্য করার কারণে এই মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে। সকল মতাবলম্বীদের উচিত এখন বেদের সত্যবিদ্যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সকল নবীকে মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ্) বলে সাব্যস্ত করা। এ পদ্ধতিতে প্লেগ দূরীভূত হবে।

হিন্দুদের মধ্যে সনাতন ধর্ম বলে একটি ফিরকা আছে। এরাও প্লেগ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। আমি যদি খবরের কাগজ **'আখবারে আম**, না দেখতাম তাহলে তাদের এমন অদ্ভুত মন্তব্য সম্পর্কে জানতাম না। তাদের মতে গাভীর কারণে প্লেগ এসেছে। সরকার যদি আইন পাশ করে দেয়, ভবিষ্যতে কখনো কোনক্রমেই গাভী জবাই করা যাবে না। তবে দেখবে কিভাবে প্লেগ কত দ্রুত দূর হয়ে যাবে। এই কাগজে একস্থানে একথাও লেখা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি কোন এক গাভীকে কথা বলতে শুনেছে- সে বলেছে, 'আমার কারণেই দেশে প্লেগ এসেছে।'

এবার পাঠকবৃন্দ, আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন মত এবং দাবীর মধ্যে কোনটি পৃথিবীতে প্রচার লাভ করতে পারে। এ সমস্ত দাবীগুলো কেবল মনের বিশ্বাস মাত্র। অথচ আজ পৃথিবীর অবস্থা বড় করুণ, মানুষ তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত নিতে যতদিন নিবে ততদিনে হয়ত পৃথিবী সাঙ্গ হয়ে যাবে। এজন্য এমন কথা বা দাবীই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যা দ্রুত বুঝতে পারা যাবে এবং যার সাথে যুক্তি প্রমাণও থাকবে। অতএব, যুক্তি প্রমাণসহ সেই কথা আমি উপস্থাপন করছি।

চার বছর পূর্বে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিলাম, পাঞ্জাবে ভয়াবহ প্লেগের আক্রমণ হবে। আমি এদেশে কালো রং-এর গাছ দেখেছিলাম (দিব্যদর্শন) যা প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে রোপণ করা হয়েছে। মানুষ যদি তওবা করে তাহলে এ রোগ, দু'টি শীতকালের চেয়ে দীর্ঘ সময় অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু তওবা না করে আমাকে গালি দেয়া হয়েছে। এর ফলে, প্লেগের এই কঠোর আক্রমণ হয়েছে যা তোমরা এখন দেখছ। আল্লাহর সেই পবিত্র বাণী যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর ভাষা নিম্নরূপঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّهُ أَوَى الْقَرْيَةَ

অর্থঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি প্লেগের আক্রমণকে দূরীভূত করবেন না যতদিন মানুষ নিজেদের ধারণা ও মতামতকে পরিবর্তন না করবে, যা তাদের মনের মধ্যে আছে। অর্থাৎ যতদিন তারা খোদার প্রেরিত পয়গাম্বরকে মেনে না নিবে ততদিন প্লেগ দূরীভূত হবে না এবং মহাশক্তিশালী খোদা কাদিয়ানকে প্লেগের ধ্বংস থেকে *রক্ষা করবেন যেন তোমরা বুঝতে পার যে কাদিয়ানকে এ কারণে রক্ষা করা হয়েছে যে সেখানে আল্লাহর প্রেরিত রসূল ছিলেন। এখন দেখ, তিন বছর হতে চলেছে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে আসছে। অর্থাৎ একদিকে পাঞ্জাবে প্লেগের আক্রমণ ব্যাপক হয়েছে অপরদিকে কাদিয়ানের চতুর্দিক দুই মাইল দূরত্বেও প্লেগের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কাদিয়ানে প্লেগের আক্রমণ হয় নি। বরং যে ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে বাহির থেকে

টিকাঃ ফাওয়া আরবী শব্দ এর অর্থ ধ্বংস বা ছিন্নভিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করে নিজের আশ্রয়ে মধ্যে নিয়ে আসা। এখানে ইঙ্গীত আছে ঐ প্রকার প্লেগ যা বড় ভয়ংকর ধ্বংস ডেকে আনে, তা কাদিয়ানে আক্রমণ করবে না। যার নাম **তাউনে জারেফ** অর্থাৎ যে প্লেগ ঝাড়ু দিয়ে মানুষের প্রাণ সমূহকে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। মানুষ এর খবর পেয়ে এদিক সেদিক পালাতে থাকে এবং কুকুরের মত মরতে থাকে। এটা এত ভয়াবহ যে মানুষের ধৈর্যের বাহিরে চলে যায়। অতএব উপরোক্ত ঐশী বাণীর মাঝে এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, ঐ ধরনের প্লেগের আক্রমণ কাদিয়ানের উপর আসবে না। এ ব্যাখ্যা অপর একটি ঐশী বাণীতে এভাবে দেয়া হয়েছেঃ لولا الإكرام لهلك المقام- অর্থাৎ- আমার দৃষ্টিতে যদি এই সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়টি না থাকত, তাহলে আমি কাদিয়ানকেও ধ্বংস করে দিতাম। এ বাক্যটিতে দু'টি কথা বুঝা যায়। প্রথম এই যে, দু'একটি প্লেগের আক্রমণ কাদিয়ানেও হতে পারে, কখনও কখনও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা আকারে মানুষের সহ্য সীমার মধ্যে ও বড় ভয়াবহ আকার ধারণ করে, এমন না যে শহর ছেড়ে পালাতে হবে। কারণ বলা হয়, ক্বদাচিৎ দু'একটি ঘটনা তো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। দ্বিতীয়টি এই যে, একটি জরুরী বিষয় যে, কাদিয়ানের বিপরীতে যে সমস্ত গ্রাম বা শহরে বড় শক্ত বিদ্রোহী এবং দুষ্ট প্রকৃতির এবং বড় যালেম প্রকৃতির এবং মন্দ প্রকৃতির এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং আমার জামা'তের ভয়ংকর শত্রুরা বসবাস করে সেই সমস্ত শহর ও গ্রামে অবশ্যই ধ্বংসকারী প্লেগের আক্রমণ হবে। এতটা ভয়ানক হবে যে, মানুষ দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চর্তুদিক পালাতে থাকবে। 'আওয়া' শব্দটি যতটা ব্যাপকতা রাখে তদনুসারে আমরা এই অর্থ করে দিলাম। আমরা দাবী করে লিখছি যে, কাদিয়ানে কখনও তাউনে জারেফ বা ভয়ংকর ধ্বংসকারী প্লেগের আক্রমণ হবে না যা শহরকে খালি করে দেয় এবং গ্রাস করে রেখে যায়। কিন্তু এর বিপরীতে অন্য শহরগুলো এবং গ্রামগুলোতে যেখানে যালেম ও ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা বাস করে সেখানে অবশ্যই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। সমগ্র পৃথিবীতে কাদিয়ানই এমন একটি স্থান যার পক্ষে এমন একটি প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং এজন্য আমরা বলছি সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

কাদিয়ানে এসেছে সেও সুস্থ্য হয়ে গেছে। এর চেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হতে পারে যে, আজ থেকে চার বছর পূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। অপর এক হিসেবে আজ থেকে বাইশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্লেগের খবর দেয়া হয়েছিল। *একমাত্র আল্লাহ্, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। তিনি ব্যতীত এমন ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারে না।

সুতরাং এই রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে খোদা আমাকে যে পয়গাম দিয়েছেন তা এই "মানুষ যেন আমাকে সত্যিকার অর্থে অন্তর দিয়ে, মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) বলে মেনে নেয়।" আমার পক্ষ থেকে প্রমাণ ছাড়া কেবলমাত্র যদি দাবি হতো, যেমন মিয়া শামসুদ্দীন সেক্রেটারী আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর নিজ বিজ্ঞাপনে দাবী করেছেন; তবে আমিও একজন বাজে কথা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হতাম। কিন্তু আমার কথাগুলো এমন কথা যা আমি পূর্বেই প্রকাশ করেছিলাম। আর আজ, সেসব কথাগুলো পূর্ণতা পেয়েছে। তারপর আজকের বা কালকের দিনগুলোতেও খোদা আমাকে খবর দিয়েছেন। যেমন তিনি, যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলেছেনঃ

ما كان الله ليعذ بهم وانت فيهم انه اوى القرية - لولا الاكرام لهلك المقام - انى انا الرحمٰن دافع الاذى - انى لا يخاف لدىّ المرسلون - انى حفيظ - انى مع الرسول اقوم والوم من يلوم - اُفطر واصوم - غضبت غضبًا شديدًا - الامراض تشاع - والنفوس تضاع - الا الذين اٰمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

টিকা: আজ থেকে দশ বছর পূর্বে আমার পক্ষ থেকে একটি সবুজ ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানেও প্লেগের খবর দেয়া হয়েছিল। সেই খবরটি ছিল এইঃ

اصنع الفلك باعيننا ووحينا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم

অর্থঃ "আমাদের নির্দেশে আমাদের চোখের সামনে একটি নৌকা প্রস্তুত কর যা সমাগত মহামারী হতে রক্ষা করবে। যারা তোমার হাতে বয়া'ত করে তারা আমার নিকট বয়া'ত করে। এটা তোমার হাত নয় বরং আমার হাত যা তাদের হাতের উপরে রাখা হয়ে থাকে।" এই ঐশী বাণীর একটি বাক্য বারাহীনে আহমদীয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে সংযোজিত হয়েছিল। আর তা এই- ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون

অর্থঃ যারা যুলুম এবং বিদ্রোহ এবং কুকর্ম করেছে এবং অবাধ্যতা হতে বিরত হয় না তাদের সম্পর্কে তুমি আমার সমীপে কোন প্রকার সুপারিশ করবে না। কেননা তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হবে।

اولئك لهم الامن وهم مهتدون - انا نأتى الارض ننقصها من اطرافها - انى اجهز الجيش فاصبحوا فى دارهم جاثمين - سنريهم اٰياتنا فى الاٰفاق وفى انفسهم نصر من الله وفتح مبين - انى بايعتك بايعنى ربّى - انت منّى بمنزلة اولادى - انت منّى وانا منك - عسٰى ان يبعثك ربّك مقامًا محمودًا - الفوق معك والتحت مع اعدائك فاصبر حتّٰى يأتى الله بامره - يأتى على جهنم زمان ليس فيها احد

অনুবাদঃ খোদা তাআলা এমন নহেন কাদিয়ানের মানুষকে শাস্তি দিবেন এমন সময়, যখন তুমি তাদের মাঝে অবস্থান করছ। তিনি এই গ্রামকে প্লেগের আক্রমণ এবং এর ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করবেন। যদি তোমার প্রতি আমার বিশেষ সমর্থন না থাকত, তোমার সম্মানের প্রতি আমার দৃষ্টি না থাকত, তাহলে আমি এই গ্রামকে ধ্বংস করে দিতাম। আমি রহমান, যিনি দুঃখকে দূরীভূত করেন- আমার সমীপে রসূলগণের কোন ভয় বা দুঃখ নেই; আমি সবদিকে লক্ষ্য রাখি।

আমি আমার রসূলের সাথে দন্ডায়মান হব এবং আমি, তাকে দোষারোপ করব যে আমার রসূলকে দোষারোপ করে। আমি, আমার সময়গুলোকে ভাগাভাগি করে নেব। কয়েক বছর তো আমি রোযা ভঙ্গ করব পানাহার করব, অর্থাৎ প্লেগের মাধ্যমে লোকজনকে ধ্বংস করব। আবার কয়েক বছর রোযা রাখব অর্থাৎ তারা নিরাপদ থাকবে এবং প্লেগ কমে যাবে অথবা একেবারে থাকবে না। আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত আছে। রোগবালাই বৃদ্ধি পাবে এবং প্রাণহানী ঘটবে। কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনবে এবং তাদের ঈমানের মধ্যে ত্রুটি থাকবে না- তারা নিরাপদে থাকবে এবং তারা মুক্তির পথ পাবে। এমন মনে করবে না যে, অপরাধীরা রক্ষা পেয়ে গেছে। আমরা তাদের ভূমির নিকটতর হয়ে আসছি। ভেতরে, ভেতরে আমি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছি। অর্থাৎ প্লেগের জীবাণু বংশবৃদ্ধি করছি। সুতরাং তারা নিজগৃহে এমনভাবে শুয়ে পড়বে যেমন উট মরে পড়ে থাকে। আমরা আমাদের নিদর্শন প্রথমে দূর দূরান্তের লোকদের মধ্যে দেখাব এরপর স্বয়ং তাদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এদিন আল্লাহর সাহায্যের এবং বিজয়ের দিন হবে। আমি তোমার সাথে এক প্রকার

বেচা কেনা করেছি। অর্থাৎ একটি জিনিস যা আমার ছিল, এর মালিক তোমাকে বানানো হয়েছে। আর একটি জিনিস যা তোমার ছিল এর মালিক আমি হয়েছি। তুমিও ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার কর এবং বলে দাও যে, খোদা আমার সাথে কেনা-বেচা করেছেন তুমি আমার নিকট এমনই যেমন- সন্তান।* তুমি আমার মধ্য থেকে হয়েছ এবং আমি তোমার মধ্য হতে হয়েছি। সে সময় নিকটে যখন আমি তোমাকে এমন স্থানে দাঁড় করাব যে, পৃথিবী তোমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে। উচ্চতা তোমার সাথে আছে এবং নিম্নগামীতা তোমার শত্রুর সাথে থাকবে। তুমি ধৈর্য ধারণ কর যতদিন পর্যন্ত না প্রতিশ্রুতির দিনটি এসে যায়। প্লেগের উপর এমন দিন আসবে যখন কেউ এতে আক্রান্ত হবে না। অর্থাৎ অবশেষে মঙ্গল ও নিরাপত্তা আসবে। *[১]

টিকা: স্মরণ থাকে যে, খোদা তা'লা পুত্র গ্রহণ থেকে পবিত্র। না তাঁর কোন শরীক আছে আর না পুত্র। আর না কারো এ অধিকার আছে যে, সে বলবে আমি খোদা অথবা আমি খোদার পুত্র। তবে, এ বাক্যটি এখানে রূপক এবং অলংকারিক। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাতকে নিজের হাত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন: يد الله فوق ايديهم {অর্থ-তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল: সূরা ফাতাহ}। অনুরূপভাবে قل يا عباد الله এর স্থলে বলেছেন قل يا عبادي । আবার একথাও বলেছেন: فاذكروا الله كذكركم اباءكم (অর্থ-তোমরা আল্লাহকে এমন ভাবে স্মরণ কর যেমন তোমাদের পিতাদের স্মরণ কর} সুতরাং আল্লাহ্‌র এই কালামকে সর্তকতা ও সাবধানতার সাথে পড় এবং (এমন আয়াতকে) বহু অর্থ বিশিষ্ট **মুতাশাবেহাত** মনে করে ঈমান আন এবং এটা কি রকম সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করোনা এবং বাস্তবতাকে আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও এবং বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। তবে, মুতাশাবেহাত (বহু অর্থ বিশিষ্ট আয়াত) আকারে অনেক কিছু এই কালামের মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব, মুতাশাবেহাতের অনুসরণ করে ধ্বংস হওয়া থেকে নিজকে রক্ষা কর। আমার সম্পর্কে বাইয়েনাত তথা সুস্পষ্ট ঐশী বাণী (ইলহাম) আছে যা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد والخير كله في القرآن

অর্থ- তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী নাযেল করা হয় এই যে, নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ একজনই। এবং সকল কল্যাণ কুরআনের মাঝে নিহিত।

টিকা:[১] বহু দিন পূর্বে প্লেগ সম্পর্কে অন্য কারো মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে খবর দিয়েছিলেন এই বলে يا مسيح الحق عدوانا হে সত্য মসীহ্। আমাদের শত্রু। (অর্থাৎ আমাদেরকে রক্ষা কর)। কিন্তু আজ ২১ এপ্রিল ১৯০২ ইং উক্ত ইলহামকে এভাবে নাযেল করেছেন, مسيح الخلق عدوانا لن ترى من بعد موادنا وفسادنا ييخ অর্থাৎ হে খোদার মসীহ্ যাকে মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। শীঘ্র আমাদের খোঁজ খবর লও; আমাদেরকে নিজ থেকে শাফায়াত কর, বাঁচাও। এরপর তুমি আমাদের কোন নাপাক জীবাণু দেখবে না। আর না আমাদের মধ্যে

এসব ওহীর মাধ্যমে তিনটি কথা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম: প্লেগের আক্রমণ পৃথিবীতে এ কারণে ঘটছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.) কে কেবল অস্বীকার করাই হয় নাই। বরং তাকে কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাকে কাফের ও দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব, খোদা চান নাই যে, তাঁর নিজ প্রেরিত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই রেখে দিবেন। তাই তো তিনি আকাশ ও পৃথিবী উভয়কেই তার সত্যতার সাক্ষী স্বরূপ বানিয়েছেন। রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণের মাধ্যমে আকাশ তার সত্যতার নিদর্শন প্রদর্শন করেছে এবং প্লেগের মাধ্যমে পৃথিবী ও সাক্ষ্য প্রদান করেছে যাতে খোদার এ বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে যা লেখা আছে। আর তা এই

قل عندي شهادة من الله فهل انتم تؤمنون. قل عندي شهادة من الله فهل انتم تسلمون-

অর্থাৎ, আমার নিকট আল্লাহর সাক্ষী রয়েছে, অতএব ঈমান আনবে কী- অথবা আনবে না? অতঃপর আমি আবার বলছি, আমার কাছে আল্লাহর সাক্ষী আছে। অতএব তোমরা গ্রহণ করবে কী করবে না? প্রথম সাক্ষীর অর্থ আসমানের সাক্ষী- সেখানে কোন প্রকার বল প্রয়োগের সুযোগ থাকে না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তোমরা ঈমান আনবে কী আনবে না? দ্বিতীয় সাক্ষী পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্লেগের আক্রমণ, যেখানে শাস্তির প্রয়োগে। ভয় দেখিয়ে জামাতে শামিল করে নেয়া যায়। তাই এখানে বলা হয়েছে তোমরা গ্রহণ করবে কী করবে না?

দ্বিতীয় কথা যা উক্ত ওহী হতে প্রমাণিত, তা এই-যখন মানুষ আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তিকে মেনে নিবে তখন প্লেগের আক্রমণ প্রশমিত হবে। কমপক্ষে তারা দুষ্টামী, যন্ত্রণা প্রদান

টিকা[১] এর বাকি অংশ : কোন ফাসাদ অবশিষ্ট দেখবে। অর্থাৎ আমরা সরল সোজা হয়ে যাব এবং আমরা জঘন্য ভাষার ব্যবহার এবং অশ্রাব্য গালি দেয়া ছেড়ে দেব। আল্লাহর এই বাণী বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে প্রকাশিত সেই বাণীর অনুরূপ যে, শেষ দিকে আমরা মানুষের জন্য প্লেগকে পাঠাব। বলা হয়েছে। كذلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء ييخ অর্থাৎ আমরা প্লেগের সাথে সাথে এই ইউসূফের প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যারা গালি দেয় তাদের মুখ বন্ধ করে দিব যেন তারা ভীত হয়ে গালি দেয়া থেকে বিরত থাকে। বর্তমান দিনকাল সম্পর্কে আল্লাহ্'র এই বাণী যার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের সম্পর্কে আমাকে জানানো হয়েছে। يا ولي الله كنت لا اعرفك অর্থঃ হে আল্লাহ্'র ওলী (প্রিয়জন) আমি তোমার সম্পর্কে জানতাম না। এর ব্যাখ্যা এই যে, কাশফে (দিব্যদর্শনে) পৃথিবীকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তখন পৃথিবী আমাকে বলছে, 'এ যাবৎ আমি তোমাকে জানতাম না, হে রহমান খোদার বন্ধু বা ওলী।"

ও গালি-গালাজ হতে বিরত হবে। কারণ বারাহীনে আহমদীয়াতে খোদা তাআলা বলেছেন, আমি শেষ কালে প্লেগ পাঠাবো যেন সেই সমস্ত জঘন্য ও দুষ্ট লোকদের মুখ বন্ধ করি। যারা আমার রসূলকে গালি দেয়।

আসল কথা এই যে, কেবল অস্বীকার করার কারণে পৃথিবীতে বড় কোন ধ্বংস নেমে আসে না। বরং মানুষ যদি ভদ্রতা বজায় রেখে শালীনতার মধ্যে থেকে নীতিগতভাবে আল্লাহর রসূলের অস্বীকার করে এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং গালাগালি না করে তাহলে এর শাস্তি পরকালে নির্ধারিত আছে। পৃথিবীতে যতবার নবীগণের সমর্থনে ধ্বংস পাঠানো হয়েছে- সেগুলো কেবল অমান্য করার কারণে ছিল না; বরং সেগুলো দুষ্টামীর কারণে ছিল। অনুরূপভাবে আজও যখন মানুষ গালি-গালাজ, যুলুম-অত্যাচার; অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং তাদের অপবিত্র আক্রোশ হতে বিরত হবে এবং ভদ্র আচরণ আরম্ভ করবে তখন এই সতর্কীকরণকে (প্লেগের আক্রমণ) তুলে নেয়া হবে। কিন্তু এমন ঘটনা সংঘটিত হলে অনেক ভাগ্যবান আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বরকে মেনে নিবে এবং আকাশের কল্যাণসমূহ হতে অংশ লাভ করবে এবং পৃথিবী ভাগ্যবানদের দ্বারা ভরে উঠবে।

তৃতীয় কথা যা এই ওহী থেকে প্রমাণিত হয়েছে তা, যতকাল পর্যন্ত প্লেগ পৃথিবীতে থাকবে, যদি সত্তর বছরও থাকে তবুও এর ভয়াবহ আক্রমণ থেকে কাদিয়ান নিরাপদ থাকবে। কারণ এটা রসূলের রাজধানী এবং সকল জাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ।

এখন যারা আল্লাহ তাআলার এই নিদর্শনকে অস্বীকার করবে এবং যে, মনে করবে কেবল প্রথাগত নামায এবং দোয়ার মাধ্যমে অথবা ঈসা মসীহর পূজার মাধ্যমে অথবা গরুর মাধ্যমে বেদের প্রতি ঈমান স্থাপনের মাধ্যমে- এই রসূলের বিরোধিতা ও শত্রুতা এবং অবাধ্যতা সত্ত্বেও প্লেগ দূরীভূত হতে পারে, তাহলে এমন ধারণা যুক্তি এবং প্রমাণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে হতে তার নিজ ধর্মের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান- তাঁর জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। বিষয়টি এ রকম যে, সকল ধর্মের সত্যতা বা ব্যর্থতা প্রমাণের ও পরিচয়ের এটি একটি প্রদর্শণ-ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং অগ্রসর হয়ে প্রথমে কাদিয়ানের নাম উপস্থাপন করে দিয়েছেন।

এখন আর্য্য সমাজীরা যদি বেদকেই সত্য মনে করে তাহলে তাদের উচিত বেনারস শহর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয়া যে, এই শহর বেদ গ্রন্থের একটি শিক্ষাগৃহ স্বরূপ। সুতরাং তাদের পরমেশ্বর প্লেগের আক্রমণ হতে এ শহরকে রক্ষা করবেন।

অনুরূপভাবে সনাতন ধর্মীদের উচিত তারা যেন কোন শহর, যেখানে অনেক বেশি গরু আছে, যেমন এটা অমৃতসর শহর হতে পারে। তাহলে অমৃতসর সম্পর্কে তারা যেন ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয় যে, গরুর কল্যাণে এ শহরে প্লেগের আক্রমণ হবে না। আর যদি এমন হয় যে গরুরা এমন মোজেযা প্রদর্শন করে দেখায় তবে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় হবে না যে, সরকার হয়ত এই মোজেযা প্রদর্শনকারী পশুটির নিধন নিষিদ্ধ করে দিবেন।

অনুরূপভাবে খৃষ্টানদের উচিত কলকাতা শহর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয়া যে এখানে প্লেগের আক্রমণ হবে না। কারণ বৃটিশ ভারতের বড় বিশপ কলকাতায় অবস্থান করেন। অনুরূপভাবে মিয়া শামসুদ্দীন এবং আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোরের সদস্যগণের উচিত লাহোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয়া যে, এই শহর প্লেগের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকবে।

মুন্সী এলাহী বকস্ অ্যাকাউনটেন্ট যিনি ইলহাম (দৈব-বাণী) প্রাপ্তির দাবী রাখেন, তার জন্যও এটা একটা ভাল সুযোগ। তিনি নিজ এলাহী (দৈব-বাণী) সাহায্যে লাহোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আঞ্জুমান হেমায়েত ইসলাম লাহোরকে সাহায্য করতে পারেন। এটাও সমীচীন হবে। আব্দুল জাব্বার ও আব্দুল হক সাহেব অমৃতসর শহর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে দেন।

ওয়াহাবীয়া ফিরকার মূল শিকড় যেহেতু দিল্লী শহরে, অতএব এটাই সংগত হবে যে মৌলভী নযির হোসেন এবং মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন দিল্লী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন যে এটা প্লেগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। মোট কথা, এভাবে সমগ্র পাঞ্জাব এই ভয়ংকর রোগের আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে যাবে। গভর্ণমেন্টও টাকা খরচ না করেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

যদি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ এরূপ না করেন, তবে একথাই প্রমাণিত হবে যে, প্রকৃত সত্য খোদা তিনিই, যিনি কাদিয়ানে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন। অবশেষে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, এ সমস্ত মানুষ যাদের মধ্যে ইলহাম প্রাপ্ত মুসলমান ব্যক্তিরা এবং আর্য্য সমাজী পন্ডিতরা, খৃষ্টান পাদ্রীরাও আছেন। এরা সবাই যদি চুপ করে থাকেন তাহলে প্রমাণিত হয়ে যাবে, এরা সবাই মিথ্যা এবং একদিন আসবে যখন কাদিয়ান সূর্যের মত ঝলমল করবে এবং দেখিয়ে দিবে ওটা একজন সত্যবাদীর অবস্থানস্থল। অবশেষে মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব যেন স্মরণ রাখেন, তিনি নিজ বিজ্ঞাপনে কুরআনের যে আয়াত, (সূরা নমল: ৬৩) আম মায় ইয়জীবুল মুযতারর (অর্থ: কোন উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির

দোয়া) দ্বারা দোয়া কবুল হওয়ার আশা করেছেন এখানে সে আশা নাই। কারণ ঐশী বাণীতে 'মুযতারর' উদ্বিগ্নচিত্ত এ শব্দ দ্বারা এমন বিপদগ্রস্ত বুঝায় যারা কেবল পরীক্ষামূলক বিপদে পড়েছে; শাস্তি স্বরূপ যারা বিপদে পড়েছে তারা নয়। যারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে বিপদগ্রস্থ হয়েছে তারা এ আয়াতের আওতায় পড়ে না। নতুবা নূহ (আ.) এর জাতি এবং লুত (আ.) এর জাতি এবং ফেরাউনের জাতির দোয়া ঐ সময় ঐ রকম উদ্বিগ্নতার সময়ের দোয়া কবুল হওয়া আবশ্যক হতো, কিন্তু এমন হয় নি। খোদার হাত সে সময় ঐ সকল জাতির লোকদের ধ্বংস করেছিল। এখন যদি মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব জানতে চান, তাদের অবস্থার অনুরূপ আয়াত কোনটি? আমরা বলব, তাদের অবস্থার সাথে সংগতি রাখে এমন আয়াত مَا دُعَآءُ الۡكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِيۡ ضَلٰلٍ
অর্থ- "বস্তুত কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই থাকে।" (সূরা রাদ:১৫)

এমন সম্ভাবনা যেহেতু রয়েছে যে, কিছু মোটা বুদ্ধির লোক সেই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করতে পারে, তাই আমরা পুনরায় আমাদের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে আবার বলছি, দেশের মধ্যে প্লেগের যে আক্রমণ বেড়েই চলেছে এর অন্য কোন কারণ নাই, এর কারণ একটিই আর তা হলো, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে যিনি সকল নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, পৃথিবীর সপ্তম হাজার বছরের মাথায় প্রকাশিত হয়েছেন। মানুষ কেবল অস্বীকার করেছে তাই নয় বরং খোদার 'মসীহ'- কে গালমন্দ করেছে। কাফের বলেছে, হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। যা খুশী তাই করেছে। এ জন্য খোদার আত্মসম্মান বোধ চেয়েছে তাদের এহেন ঔদ্ধত্য এবং বে-আদবীর কারণে তাদের সমুচিৎ শিক্ষা দিবেন। প্রথম যুগের ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থসমূহে খোদা তাআলা এ সংবাদ দিয়েছিলেন, সেই সময় যখন মসীহ্ আবির্ভূত হবেন, তখন লোকদের অস্বীকারের কারণে দেশে প্লেগের প্রার্দুভাব ঘটবে। অতএব প্লেগের আক্রমণ অবশ্যই হওয়া উচিৎ ছিল। **'তাউন'** (প্লেগের আরবী নাম) এর নাম এ কারণে **'তাউন'** রাখা হয়েছে, কারণ **তাআন-কারীদের** (যারা কষ্ট দেয়) জবাব এটা।। বনী ইসরাইলীদের মাঝে সবসময় তাআন এর (কষ্ট দেয়ার ফলে) যুগে **'তাউনের'** (প্লেগের) আক্রমণ ঘটেছে। আরবী অভিধানে **'তাউন'** এর অর্থ অনেক বেশি **'তাআনকারী'** (যে কষ্ট দেয়) এর মধ্যে ইংগীত রয়েছে, কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রদানের গোড়ার দিকে (প্লেগ) তাউনের আক্রমণ হয় না। বরং আল্লাহর প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্টদেরকে যখন অনেক বেশী যন্ত্রণা দেয়া হয় এবং বড়ই অপদস্থ করা হয় তখন এর আক্রমণ ঘটে।

সুতরাং হে আমার প্রিয় দেশবাসী! এই মসীহ্‌কে (প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ) পবিত্র অন্তঃকরণে গ্রহণ করা ছাড়া এর কোন প্রতিকার নাই। এটাই এ রোগের সুনিশ্চিত

চিকিৎসা ব্যবস্থা। এর চেয়ে কিছুটা নিম্নমানের চিকিৎসা হলো (যদি গ্রহণ না করা হয়) তাঁর সম্পর্কে অস্বীকারসূচক কোন কথা না বলা বা তাকে গালমন্দ না করা। আমি সত্যি সত্যি বলছি, সেই সময় আসছে, বরং নিকটে এসে গেছে। লোকেরা আমার দিকে এই বলে দৌড়ে ছুটে আসবে, "ইয়া মসীহাল খাল্‌ক উদওয়ানা"

আমি এই, যা বললাম- এটি খোদা তাআলার বাণী এর অর্থ এই যে, যাকে মানবমন্ডলীর জন্য মসীহ্ (ত্রাণকর্তা) বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, "তুমি এই ভয়ংকর রোগ থেকে রক্ষার জন্য আমাদের হয়ে শাফায়াত (সুপারিশ) কর।" তোমরা নিশ্চিত জানিও আজ তোমাদের জন্য এই মসীহ ছাড়া আর কোন শাফী (শাফায়াতকারী) নাই। হ্যাঁ, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আছেন। এই মসীহ তো আঁ-হযরত (সা.) এর থেকে পৃথক কেউ নয়। তার শাফায়াত প্রকৃত অর্থে তো আঁ হযরত (সা.) এরই শাফায়াত।

হে খ্রিস্টান পাদ্রীগণ! তোমরা এখন 'রাব্বুনাল মসীহ' আর বলবে না। দেখ, আজ তোমাদের মাঝে একজন আছেন যিনি সেই মসীহ্‌র চেয়ে বেশি মর্যাদাবান। হে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তরা! আজ তোমরা একথার বার বার পুনরাবৃত্তি করো না যে হোসেন (রা.) তোমাদের মুক্তিদাতা কারণ আমি সত্যি সত্যি বলছি- আজ তোমাদের মাঝে একজন আছেন যিনি হোসেন (রা.) এর চেয়ে বেশি সম্মানিত আর আমি যদি এসব কথা নিজের পক্ষ থেকে বলি তাহলে আমি মিথ্যাবাদী। আর যদি আমার সাথে খোদা সাক্ষ্য দান করেন, তাহলে তোমরা খোদার সাথে প্রতিযোগিতা করো না। এমন যেন না হয়, তোমরা খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে গণ্য হও। এখন তোমরা আমার দিকে ধাবিত হও। কারণ এটাই সময়, যে ব্যক্তি আমার দিকে দৌড়ায় তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যে ঠিক ঝড় তুফানের সময় জাহাজের মধ্যে উঠে বসে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে, আমি দেখছি সে ঝড় তুফানের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছে, অথচ তার কাছে রক্ষা পাওয়ার মত কোন জিনিস নাই। প্রকৃত ত্রাণকর্তা আমিই এবং আমি ঐ বুযূর্গ শাফী'র ছায়াস্বরূপ এবং তাঁরই প্রতিচ্ছবি যাঁকে ঐ যুগের অন্ধলোকেরা গ্রহণ করছিল না এবং তাঁকে খুবই অবজ্ঞা করেছিল, অর্থাৎ তিনি ছিলেন আঁ-হযরত (সা.)। সুতরাং আজ খোদা তাআলা পাদ্রী সাহেবদের থেকে পাপের প্রতিশোধ একটি শব্দ দিয়ে নিয়ে নিচ্ছেন। কারণ খ্রিষ্টান পাদ্রী বা প্রচারকেরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে খোদা বানিয়েছে এবং আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক, যিনি প্রকৃত শাফী (শাফায়াতকারী) বা ত্রাণকর্তা, তাঁকে তারা গালাগালী করেছে এবং অশ্রাব্য গালী গালাজ ভর্তি বই-পুস্তক দিয়ে এই ভূপৃষ্ঠকে অপবিত্র করে দিয়েছে। ফলত সেই মসীহ যার নাম

খোদা রাখা হয়েছে, তার বিপরীতে খোদা তাআলা এই উম্মতের মাঝে (প্রতিশ্রুত) মসীহ্ মাওউদকে পাঠিয়েছেন, যিনি পূর্বের মসীহ্র তুলনায় সকল প্রকার মর্যাদায় শ্রেয় এবং তিনি এই দ্বিতীয় মসীহর নাম গোলাম আহমদ রেখেছেন যেন এদিকে ইশারা করা যায় যে, খ্রিস্টানদের মসীহ্ কেমন খোদা যে হযরত আহমদ (সা.) এর এক সাধারণ গোলামের সাথে মোকাবেলা (প্রতিযোগিতা) করতে পারে না? সেই মসীহ কেমন মসীহ্ যে নৈকট্য ও শাফায়াতের মর্যাদায় হযরত আহমদ (সা.) এর গোলামের তুলনায় স্বল্প মানসম্পন্ন। انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام

হে আমার প্রিয়জনেরা! এটি রাগান্বিত হবার কথা নয়, তোমরা যদি 'আহমদ' (সা.) এর গোলাম যাকে 'মসীহ মাওউদ' করে পাঠান হয়েছে, পূর্বের মসীহ্র তুলনায় অধিকতর বুযুর্গ বলে মানতে না পারো এবং তাকেই (পূর্বে মসীহকে) মুক্তিদাতা বলে মনে কর তাহলে তোমরা নিজ দাবীর প্রমাণ দাও আর যেমন এই আহমদ (সা.) এর গোলাম এর সম্পর্কে খোদা তাআলা বলেছেনঃ
অর্থ, সম্মানকে প্রকাশ করার নিমিত্তে এই গ্রাম কাদিয়ানকে প্লেগ মুক্ত রেখেছেন যেমন তোমরা দেখছ যে পাঁচ/ছয় বছর থেকে প্লেগের আক্রমণ হতে নিরাপদ রয়েছে। আরো বলেছেন, আমি যদি গোলামে আহমদ [হযরত আহমদ (সা.) এর গোলাম] বুযুর্গ-এর ও মর্যাদা প্রকাশ করতে না চাইতাম, তাহলে আজ কাদিয়ানেও ধ্বংস নেমে আসত।

অনুরূপভাবে, আপনারা যদি মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে আসলেই সত্যিকার শাফী বা (শাফায়াত কর্তা বা) ত্রাণকর্তা বা মুক্তিদাতা বলে মনে করেন তাহলে কাদিয়ানের বিপরীতে পাঞ্জাবের অন্য কোন শহরের নাম প্রকাশ করুন *যে অমুক শহর আমাদের খোদাওন্দ মসীহ্র কল্যাণে এবং শাফায়াতের মাধ্যমে প্লেগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। যদি এমন করতে না পারেন তাহলে চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির শাফায়াত (সুপারিশ করে রক্ষা করার) ক্ষমতা এই পৃথিবীতে প্রমাণিত নয়, সে পরকালের জীবনে কি করে শাফায়াত করবে?

মিয়া শামসুদ্দীন সাহেব স্মরণ রাখবেন তার বিজ্ঞাপন অযথা ও অনর্থক, এতে কোনই লাভ হবে না। একমাত্র উপায় একটাই যা আমরা লিখেছি। তিনি যেন স্মরণ রাখেন, ইতিপূর্বেও মানুষের সরকারের সামনে তিনি ও তার আঞ্জুমান আমার বিপরীতে প্রতিযোগিতা করে অপমানিত হয়েছেন। তারা উম্মাহাতুল মোমেনীন বইয়ের লেখকের

টিকা : যেমন নারোওয়াল অথবা বাটালার নাম প্রকাশ করতে পারেন।

শাস্তি চেয়েছিলেন সরকারের কাছে এবং আমি এর বিপরীতে নিষেধ করেছিলাম। অবশেষে আমার কথাই সত্য হয়েছিল। এখনও তারা ঐশী গভর্ণমেন্টের (আকাশের সরকারের) কাছে যে আবেদন স্মারকলিপি করে পাঠাতে চেয়েছেন তা কেবলই অর্থহীন, অকার্যকর অযথা ও ফলাফল শুন্য হবে যেমন প্রথম স্মারকলিপি হয়েছিল। আমি যা প্রস্তুত করেছি অবশেষে আপনাকে এটাই মেনে নিতে হবে।

هر چه دانا کند کند نادان ❖ لیک بعد از کمال رسوائی

(ফার্সী পংক্তির অনুবাদ) বুদ্ধিমান ব্যক্তি যা করেন, অবশেষে নির্বোধেরাও তা করে, কিন্তু বড় অপমাণিত হওয়ার পরে।

এক্ষেত্রে মৌলভী আহমদ হাসান আমরোহী সাহেব আমাদের সাথে প্রতিযোগিতার খুব ভাল সুযোগ পেয়েছেন। আমরা শুনেছি, তিনিও অন্য মৌলভীদের মত তার নিজ শিরক সম্বলিত ধর্ম বিশ্বাসের সমর্থনে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন যে, কোন মতে মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে পুনরায় (আকাশ থেকে নিচে) নামিয়ে খাতামান নাবীয়ীন বানাবেন। অত্যান্ত প্রানান্তকর আপ্রান চেষ্টা করেযাচ্ছে।

সূরা নূরের আলোকে, সহী বোখারীর হাদীস امامكم منكم 'ইমামুকুম মিনকুম' (তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতে একজন) এবং মুসলিম শরিফের হাদীস আম্মালাম মিনকুম (তাদেরই একজন তাদের ইমামতি করবে) অনুসারে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত এই উম্মতের মধ্যে একজন মসীহ্ মাওউদ হয়ে (প্রতিশ্রুত মসীহ্) জন্ম গ্রহণ করুক, এটা তাদের কাছে খুব খারাপ লাগে। যেন এভাবে মূসা (আ.)-এর উম্মতের মসীহ্'র মত মুহম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মসীহ্ আবির্ভূত হয়ে তার মাধ্যমে মুহাম্মদী নবুওয়তের মর্যাদা পৃথিবীতে বিকশিত হবে। কিন্তু এই মৌলভী সাহেব তার ভাইদের মত এটাই চান যে, ঐ ইবনে মরিয়ম যাকে খোদা বানিয়ে, পঞ্চাশ কোটি মানুষ (খ্রিষ্টানরা) বিপথগামিতার কাদার মধ্যে ডুবে আছে। (আজ আড়াইশ' কোটির মত হবে- অনুবাদক) সেই ইবনে মরিয়ম দ্বিতীয়বার ফিরিশতাগণের কাঁধে হাত রেখে অবতরণ করুন এবং একটি নতুন ঐশ্বরিক দৃশ্যের অবতারণা করে পূর্বের পঞ্চাশ কোটির সাথে আরো পঞ্চাশ কোটি মানুষকে শামিল করুন। কারণ আকাশে উঠে যেতে তো কেউ তাকে দেখি নি।
وہی مقولہ تھا کہ پیراں نمے پرند مریداں مے پرانند (ফার্সীর অনুবাদ) 'পীর সাহেব তো উড়েন না। কিন্তু মুরীদরা তাকে উড়ায়।'

কিন্তু এখন পৃথিবীর সবাই তাকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখবে এবং পাদ্রী

সাহেবরা এসে মৌলভী সাহেবদের গলা চেপে ধরবে যে দেখ, আমরা বলেছিলাম কী না যে ইনিই খোদা। সেই হতভাগ্য দিনটিতে ইসলামের কী অবস্থা হবে! পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে কী? لعنت الله على الكاذبين [অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ হোক]। যে ব্যক্তি কাশ্মীরের শ্রীনগর মহল্লার খান ইয়ার-এ কবরে সমাহিত আছেন তাকে খামাখা আসমানের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। এটা কত বড় অন্যায়। খোদা তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তবুও এমন ব্যক্তিকে কোন ভাবেই দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনতে পারবেন না। যার প্রথম ফেৎনাই তো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই মৌলভী ইসলামের নির্বোধ বন্ধু কী জানে যে, এমন ধর্ম বিশ্বাস সমূহের ফলে খৃষ্টানদের কত বড় সাহায্য হয়েছে? এখন খোদা তাআলা মরিয়মকে আর কোন নতুন মহত্ব প্রদান করতে চান না কারণ এ যাবতকাল পর্যন্ত হযরত মসীহ্‌কে নিয়ে যতটা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে [ঈসা (আ.) এর মর্যাদাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। অনুবাদক] সেটাও খোদার কাছে অসহ্য হয়েছে এবং এজন্য তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেনঃ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ অর্থাৎ "হে মরিয়ম পুত্র ঈসা। তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, 'আল্লাহ্‌ ছাড়া আমাকে এবং আমার মা-কে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ কর'?" (সূরা মায়েদাঃ ১১৭)।

এখন আকাশ পানে চেয়ে থাকা যে ইবনে মরিয়ম কবে আকাশ থেকে নেমে আসেন, বড়ই অজ্ঞতার পরিচায়ক। তবে আমার পূর্বে আলেমরা যারা বিশ্বাস করতেন, ভুলক্রমে ধরে নিয়েছিলেন যে, ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে আসবেন তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে অপারগ, তাদেরকে মন্দ বলা ঠিক নয়। তাদের ইচ্ছার মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। মানবীয় কারণে ভুল হয়েছে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন। কারণ তাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়নি। তাদের এ ভুল অনুসন্ধানিক (ইজতেহাদী) ভুল। যেমন হযরত দাউদ (আ.) এর غنم القوم এর বিষয়ে (ইজতেহাদী) ভুল হয়েছিল। কিন্তু তার ছেলে হযরত সোলায়মান (আ.) কে খোদা তাআলা বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন। এ ব্যাপারে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে আজ হতে বাইশ বছর পূর্বে এই এলহাম (ঐশী বাণী) ففهمناها سليمان (সূরা আম্বিয়াঃ ৭৯-৮০) এর শেষ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। এর অর্থ এই, যেমন বারাহীনে আহমদীয়ার উপরের এলহামগুলোর আলোকে বোঝা যায়। মানুষ আপত্তি করে যে, কুরআন-হাদীসের এসব অর্থ যা তুমি করছ এ রকম অর্থ কি আমাদের আলেমগণ ও বড় বড় ইমামরা জানতেন না, যা তুমি জানতে পেরেছ? এর উত্তর আল্লাহ তাআলা এখানে দিয়েছেন যে, হ্যাঁ, বাস্তব ঘটনা এটাই ঘটেছে এবং এমন হতে পারে। কারণ তোমাদের আলেমরা তো কোন নবী ছিলেন না। কিন্তু হযরত দাউদ

(আ.) তো নবী হয়েও একবার সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর ছেলে সোলায়মান (আ.) কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এই সোলায়মান যিনি মসীহ মাওউদ হয়েছেন এবং তিনি সেই ভাবেই তোমাদের বুযুর্গগণের তুলনায় সঠিক জ্ঞান লাভ করেছেন যেমন হযরত সোলায়মান (আ.) সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পিতা হযরত দাউদ (আ.) এর তুলনায় সঠিক ও সত্য ছিলেন।

মৌলভী আহমদ হাসান সাহেব যদি কোন ভাবেই বিরত থাকতে না পারেন তাহলে এখন সময় এসে গেছে। ঐশী সিদ্ধান্তের দ্বারা তিনি জেনে নিতে পারেন। তিনি যদি আসলেই আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, আমার এলহামসমূহকে মানুষের রচনা মনে করেন, আল্লাহর বাণী মনে না করেন, তাহলে সহজ উপায় এই যে, আমি যেমন আল্লাহর বাণী (এলহাম) পেয়ে বলেছি, انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك المقام অর্থঃ তিনি (খোদা) কাদিয়ানকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। এখন এখানে যদি মসীহ মাওউদ ও তার জামাত না থাকত, তাহলে তিনি কাদিয়ানকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিতেন। এখন তিনি (মৌলভী আহমদ হাসান সাহেব) লিখে দিন; انه اوى امروهه (অর্থঃ তিনি আমরোহা শহরকে রক্ষা করবেন) মোমেনদের দোয়া খোদা শুনে থাকেন। এমন ব্যক্তি কেমন মোমেন যে, তার বিপরীতে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় যার নাম সে (যে নিজেকে মোমেন জানে) দাজ্জাল, বেঈমান ও মুফতারী (মিথ্যা এলহাম রচনাকারী) রেখেছে কিন্তু তার নিজের দোয়া কবুল হয় না। সুতরাং যখন অবস্থা এই যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে বলে দিয়েছেন যে কাদিয়ানকে প্লেগের ধ্বংস লীলা থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে। বিশেষকরে এমন ভয়াবহ ধ্বংস যে মানুষ কুকুরের মত মরে পড়ে থাকবে। এদিক সেদিক চলে যাবার সুযোগ পাবে না। অনুরূপভাবে মৌলভী আহমদ হাসান সাহেবের উচিত আল্লাহর নিকট দোয়া কবুল করিয়ে আমরোহা শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক যে প্লেগের ছোবল থেকে বেঁচে যাবে। এখনও তো তার এরূপ দোয়া কবুলের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ প্লেগ সেখান থেকে এখনও দুইশত ক্রোশ মাইল দূরে। কিন্তু কাদিয়ানের চর্তুদিকে দুই মাইল দূরেও আগুন লাগাচ্ছে। এটা এমন একটা সুস্পষ্ট মোকাবেলা (প্রতিযোগীতা) যে এর ফলে মানুষের মঙ্গল হবে এবং সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। যদি মৌলভী আহমদ হাসান সাহেব আল্লাহর অভিশাপের সাথে প্রতিযোগিতা করে ইহজগৎ হতে বিদায় গ্রহণ করেন তাতে আমরোহা শহরের কি লাভ হবে? কিন্তু তিনি যদি তার কল্পিত মসীহ্‌র খাতিরে দোয়া করে আল্লাহর কাছ থেকে কবুলীয়্যাত (গ্রহণযোগ্যতা) লাভ করেন এবং খোদাকে রাজী করাতে পারেন যে আমরোহা শহরকে আল্লাহ্‌ প্লেগের ধ্বংস থেকে নিরাপদ রাখবেন।

তাহলে কেবল তিনি বিজয় লাভ করবেন তা নয় বরং আমরোহা শহরবাসীর প্রতি এতবড় অনুগ্রহ হবে যে লোকেরা তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে শেষ করতে পারবে না।

খুব ভাল হবে যদি আমার এই বিজ্ঞাপন ছেপে যাওয়ার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি এমন মুবাহালার বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করে দেন। এখানে তিনি এরকম লিখবেন যে, "আমি মির্যা গোলাম আহমদ এর বিপক্ষে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছি যিনি মসীহ্ মাওউদ হবার দাবী করেছেন। আমি একজন মোমেন, দোয়া কবুলের উপর নির্ভর করে, অথবা এলহাম (ঐশী বাণী) প্রাপ্ত হয়ে অথবা স্বপ্ন দেখে এ বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, আমরোহা শহর অবশ্যই প্লেগের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকবে এবং কাদিয়ানে প্লেগের আক্রমণে ধ্বংস নেমে আসবে। কারণ কাদিয়ান একজন মুফতারীর (মিথ্যা এলহাম রচনাকারীর) আবাসভূমি।"

আশা করা যায় খুব সম্ভব, আগামী শীতকাল পর্যন্ত অথবা সর্বোচ্চ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শীতকালের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। মৌলভী সাহেব যদি এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এখন মে মাস, এখন থেকে আল্লাহর নিয়ম মতে দেশের প্লেগের আক্রমণ কম হয়ে যাবে। আল্লাহর রোযার দিন শুরু হবে। কিন্তু আশা করা যায় যে, আবার শুরু নভেম্বর ১৯০২ইং থেকে খোদা তাআলার রোযা এফতারের সময় আবার শুরু হয়ে যাবে (প্লেগের আক্রমণে মানুষের প্রাণহানী)। তখন দেখা যাবে যে, কে কে মালাকুল মউতের (মৃত্যুর ফিরিশতা) হাতে ধরা পড়বে। মসীহ্ মাওউদ এর আবাসভূমির কাছেই পাঞ্জাবের এলাকা এবং মসীহ্ এর প্রথম নজর পাঞ্জাবীদের উপর পড়েছে। তাইতো এ কার্যক্রম পাঞ্জাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরোহা মসীহ মাওউদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে নয়। সুতরাং এই মসীহ মাওউদের অবিশ্বাসীদের প্রতি তার ধ্বংসকারী দৃষ্টি অবশ্যই আমরোহা পর্যন্ত পৌছে যাবে। আমাদের পক্ষ হতে এটাই দাবী। মৌলভী আহমদ হাসান আমরোহী এরকম বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচারের পর যে বিজ্ঞাপন তিনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে লিখবেন (এরপর) যদি তিনি আমরোহাকে রক্ষা করতে পারেন এবং কমপক্ষে তিনটি শীতকাল তারা শান্তিতে নিরাপদে কাটাতে পারে তাহলে আমি খোদার পক্ষ থেকে নই। অতএব এর চেয়ে বড় সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে? আমিও কসম খেয়ে বলছি- **আমি মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) এবং সেই ব্যক্তি যার আগমনের খবর নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার এ যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন মজীদে খবর লেখা আছে। বলা হয়েছে সেই যুগে আকাশে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ হবে- পৃথিবীতে প্লেগের কঠিন আক্রমণ হবে এবং এটা আমার জন্যই নিদর্শনস্বরূপ হবে। আমার প্রত্যেক বিরোধী তা সে আমরোহা শহরে বাস করে অথবা**

অমৃতসরে অথবা দিল্লীতে অথবা কলকাতায় বাস করে অথবা লাহোরে অথবা গোলড়া অথবা বাটালায় বাস করে যদি সে কসম খেয়ে বলে যে, অমুক স্থান প্লেগের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকবে। তাহলে সেই স্থান অবশ্যই প্লেগে আক্রান্ত হবে। কারণ সে খোদার বিপরীতে বে-আদবী করে। এ বিষয়টি এককভাবে মৌলভী আহমদ হাসান সাহেবের সাথেই সীমিত নয়।

এখন তো আকাশ থেকে এটা সর্ব সাধারণের সামনে সাধারণভাবে মোকাবেলার জন্য উন্মুক্ত (প্রতিযোগিতার) সময় এসে গেছে। যত মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করে, যেমন শেখ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী যিনি মৌলভী বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন; পীর মেহের আলী শাহ্ গোলড়াবী যিনি অনেককে আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়ে রেখেছেন, আব্দুল জাব্বার সাহেব, আব্দুল হক সাহেব, আব্দুল ওয়াহেদ গযনবী যিনি মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের জামাতের ইলহামপ্রাপ্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছেন, মুনশী এলাহী বখশ অ্যাকাউন্টেন্ট, যিনি আমার বিরুদ্ধে ইলহামের দাবী করে মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে সৈয়্যদ বানিয়েছেন এবং এতবড় স্পষ্ট মিথ্যা বলতে ঘৃণাবোধ করেন নি। অনুরূপভাবে নাযির হোসেন দেহলবী সাহেব, যিনি যালেম স্বভাবের এবং কুফরী ফতোয়ার প্রতিষ্ঠাতা, এদের সবারই উচিত এ সময় নিজেদের ঈমান ও নিজেদের ইলহামের মান রক্ষা করেন। নিজ নিজ স্থান সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে দেন যে, তার স্থান প্লেগের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকবে। এতে সকল মানুষের কল্যাণ হবে এবং সরকারের সাথেও সুসম্পর্ক হবে এবং তাদের নিজেদের 'মহান' ব্যক্তি হওয়া প্রমাণিত হবে। তারা আল্লাহর ওলী বা প্রিয়বন্ধু বলে গণ্য হবেন।

অন্যথায় (অর্থাৎ তারা যদি এমন না করেন) তারা নিজেদের মিথ্যা ও মুফতারী (মিথ্যা দাবীকারক) হবার উপর প্রত্যয়নের মোহর লাগাবেন। আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করব ইনশা আল্লাহ্। والسلام على من اتبع الهدى (তাদের উপর শান্তি যারা হেদায়াতের অনুসরণ করে)।